যায়যায়দিন

তারিখ ... 13 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

স্বপ্ন গড়ার কারিগর এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন

শামীম হামিদ চট্টগ্রাম

নেপালের মেয়ে নিরু ঘালে (২৩) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন সরকারি বৃত্তি নিয়ে। মেয়েকে এর চেয়ে বেশি পড়ানোর সামর্থ্য তার বাবার ছিল না। তবে দমে যাওয়ার পাত্রী নন নিরু। গণিতে অসম্ভব মেধাবী এ মেয়েটি পড়াশোনার খরচ জোগাতে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। চাকরির অবসরে পাড়ার ছেলেমেয়েদের সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পড়ানো এবং নিজের হাতে তৈরি কাপড়ের ব্যাগ বিক্রি করে বাড়তি উপার্জনের ব্যবস্থা করেন তিনি। এ আয় দিয়ে নিজের এবং অন্য দুই ভাইবোনের পড়ার খরচ হয়ে যেতো।

সেই কঠিন সংগ্রামের দিনগুলো এখন শুধুই অতীত। নিরুকে আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পড়ার খরচ জোগাতে হয় না। এশিয়ার মেয়েদের শিক্ষায়-দীক্ষায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকশিত করতে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন (এইউডাব্লিউ)। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরু ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন নিজের মেধা ও যোগ্যতার জোরে। তার বিষয় এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং। পড়াশোনা শেষ করে নিরু আবার দেশে ফিরে যাবেন। কাজ করবেন দরিদ্র মানুষের জন্য।

এইউডাব্লিউতে দরিদ্র পরিবারের সন্তান শুধু নিরু একাই নন। তার মতো আরো রয়েছেন ভারতের গাড়িচালক পিতার সন্তান জিবি মল ম্যাবিউ। রয়েছেন বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের মেয়ে পাপিয়া তরুইঙ্যা। জিবি চমৎকার নাচতে পারেন। তার স্বপ্ন ভারতের জনগণের জন্য বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা। এ স্বপ্ন পূরণের জন্যই তিনি এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হতে চান।

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার দক্ষিণ সলিমপুর এলাকায় এইউডাব্লিউ ক্যাম্পাসের জন্য সরকার ২০০৪ সালে প্রায় ১০০ একর জমি বরাদ্দ করে। তবে নানা কারণে আজো সেখানে স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এম এম আলী রোডের অস্থায়ী ক্যাম্পাসে পরিচালিত হচ্ছে এইউডাব্লিউর একাডেমিক কার্যক্রম। ২০০৮ সালে এশিয়ার ছয়টি দেশের ১২৯ শিক্ষার্থীকে নিয়ে এর কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশসহ ১৪ দেশের প্রায় ৩০০ শিক্ষার্থী রয়েছে এখানে। শিক্ষক সংখ্যা ২৫ জন। এইউডাব্লিউতে পড়াশোনার পদ্ধতি খুব আধুনিক। শিক্ষার্থীদের প্রথমে ভর্তি হতে হয় এক বছরমেয়াদি অ্যাকসেস একাডেমি কোর্সে। এখানে তাদের ইংরেজি ভাষায় পারদর্শিতা অর্জনের পাশাপাশি নানা ধরনের শিক্ষাবহির্ভূত কার্যক্রমে দক্ষতা অর্জন করতে হয়। এ সময় তাদের নেতৃত্বদানের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়।

অ্যাকসেস একাডেমির শিক্ষা সাফল্যজনকভাবে শেষ করার পর শিক্ষার্থীরা আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করেন। শিক্ষার্থীদের সামনে এ সময় দুই ধরনের সুযোগ থাকে। প্রথমত তারা ব্যাচেলর ও মাস্টার্স কোর্সে পাঁচ বছরমেয়াদি প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারেন,

চট্টগ্রাম এশিয়ান উইমেন ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস

অথবা তারা চার বছরমেয়াদি ব্যাচেলর ডিগ্রি ইন লিবারাল আর্টস কোর্সেও ভর্তি হতে পারেন।

অ্যাকসেস একাডেমিতে ভর্তির জন্য বয়স হতে হবে ১৭ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। প্রার্থীকে অবশ্যই ১২ বছরের একাডেমিক শিক্ষা শেষ করতে হবে। এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষায় তাকে কমপক্ষে ৬০ শতাংশ নাম্বার পেতে হবে। আলাদাভাবে কমপক্ষে ৬০ শতাংশ নাম্বার পেতে হবে ইংরেজি ও গণিতে। ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে।

অ্যাকসেস একাডেমির ৭৫ শতাংশ ছাত্রীকে পূর্ণ বৃত্তি দেয়া হয়। এর আওতায় টিউশন, আবাসন সম্পূর্ণ ফ্রি। বাকি ২৫ শতাংশ ছাত্রীকে টিউশন ফি আংশিক অথবা পুরোপুরি পরিশোধ করতে হয়। প্রয়োজনীয়তা যাচাই সাপেক্ষে বিদেশি শিক্ষার্থীদের একমুখী বিমানভাড়াও দেয়া হয়।

অ্যাকসেস একাডেমির (২০০৮-০৯) প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা দেশে-বিদেশে বিভিন্ন ইভেন্টে অংশ নিয়ে দারুণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। দুবাইতে এডুকেশন উইদাউট বর্ডার সম্মেলন ও কাতারের রাজধানী দোহায় আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক সম্মেলনে যোগদান, চীনের অন্যতম বৃহৎ এক শিল্প প্রতিষ্ঠানে দুই ছাত্রীর ইন্টার্নশিপ- এ সবই এইউডাব্লিউর শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব। বিশ্বব্যাংক আন্তর্জাতিক রচনা প্রতিযোগিতায় সেরা ২০০ রচনায় স্থান পায় এইউডাব্লিউর দুই ছাত্রীর রচনা। এছাড়া দেশে বিভিন্ন কারাতে প্রতিযোগিতায় সাফল্য দেখিয়েছেন এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা। আজমিনা করিম নামে এক ছাত্রীর নির্মিত ডকুমেন্টারি সুধীজনের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

অ্যাকসেস একাডেমিতে রয়েছে অডিও ভিজ্যুয়াল সুবিধা সংবলিত সুসজ্জিত শ্রেণীকক্ষ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যুক্তিবাদী চিন্তাধারার বিকাশ, সমস্যা সমাধানমূলক দক্ষতা এবং সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে। এখানে রয়েছে বিনোদনের নানা উপকরণ।

শরীর চর্চার জন্য রয়েছে জিম। লাইব্রেরিতে রয়েছে অনলাইন রিসোর্স অ্যাকসেস সেন্টার, মিউজিক লাইব্রেরি এবং সাত হাজারের বেশি বই। রয়েছে হাইস্পিড ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার ল্যাব। আরো রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ক্লাব। যেমন জার্নালিজম, ডিবেট, আর্ট, ফটোগ্রাফি, কমিউনিটি সার্ভিস ইত্যাদি। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন টার্মের ফাঁকে ফাঁকে নিয়মিত ফিল্ড ভিজিট করে থাকে।

এইউডাব্লিউর ভারপ্রাপ্ত ডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ড. হুন ইং খু। অ্যাকসেস একাডেমির পরিচালক ক্যাথি স্লাইডার ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে শিক্ষকতা পেশায় জড়িত। ইতিমধ্যে অ্যাকসেস একাডেমির তৃতীয় ব্যাচে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র নেয়া হবে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। বিস্তারিত জানতে ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে ভিজিট করা যাবে। ওয়েবসাইটের ঠিকানা www.asian-university.org।